দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ...20 JUL 2008 —
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণ দাবীতে অভিভাবকদের গণস্বাক্ষর শুরু

স্টাফ রিপোর্টার

অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে একে স্কুল এন্ড কলেজ অভিভাবক ফোরাম গতকাল (শনিবার) থেকে গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করেছে। ফোরামের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বাসাবাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের পৃঃ ১১ কঃ ৪

সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণ দাবীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে। সূত্র জানায়, অভিভাবকরা সেলিম ভূঁইয়াকে ঘৃণার চোখে দেখছেন। সেলিম ভূঁইয়ার দুর্নীতি সম্পর্কে অভিভাবকদের তেমন জানা ছিল না। সম্প্রতি একজন অভিভাবককে লাঞ্ছিত করার পর থেকে তারা সেলিম ভূঁইয়া সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলে। তাই সেলিম ভূঁইয়া ও তার সুবিধাভোগকারীদের ওপর অভিভাবকদের ক্ষোভ বেড়ে গেছে। যেকোন সময়ে ক্ষোভবিস্ফোরণ ঘটতে পারে। সূত্র জানায়, অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার পর থেকে সেলিম ভূঁইয়া ও মদদপুষ্টরা আতংকে রয়েছেন। সেলিম ভূঁইয়া ঘটনার পর থেকে একে স্কুল এন্ড কলেজে আসেননি। তিনি গা ঢাকা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে গোপনে বৈঠক করছেন বলে সূত্র জানায়।

এ কে এম সালাহ উদ্দিন আহমদ, দাউদকান্দি থেকে : রাজধানী ঢাকার দনিয়া স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া ও তার ভগ্নিপতিসহ অন্যান্য পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। তার অভিযোগের পাহাড় জমেছে দুর্নীতিদমন ব্যুরোসহ অন্যান্য দফতরে। এত অভিযোগ জমা পড়েছে যা ৬ মাসেও তদন্ত করে শেষ করা যাবে না। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া দনিয়া এ কে স্কুল এন্ড কলেজ থেকে একজন অধ্যাপিকাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তার আপন ভাগ্নি আসমা আহমদ লাকীকে অধ্যাপিকা হিসাবে চাকরি দেয়। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে এই চাকরি দেয়ার অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ দেয়ার পরও টাকার জোরে এই অভিযোগ কার্যকর হয়নি। সেলিম ভূঁইয়া একমাত্র ছেলেকে বিদেশে লেখাপড়া করার জন্য প্রায় ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে অস্ট্রেলিয়া পাঠায়। প্রতিমাসে ছেলের পড়ার খরচ বাবদ প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে হয়। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া রাজধানী ঢাকার ভাউট ভবনের চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলামকে জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের শাসনামলে জোরপূর্বক তাড়িয়ে দিয়ে নিজে ভাউটের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভাউটের নিজস্ব ভবন ও মার্কেট ছাড়াও ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা রয়েছে। ব্যাংকের এই কোটি কোটি টাকা জোট সরকারের শাসনামলে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া তছরুপ করেছে। বহুবার এই টাকা নিয়ে দেন-দরবার হলেও অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার সাথে পরাজিত হয়। ভাউট ভবনের মার্কেটের ছাদ থেকে তিনি সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা বের করেন। ওই পত্রিকায় শুধুমাত্র শিক্ষকদের সংবাদ প্রকাশ হয়। দেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ কর্মের গোপন বৈঠক অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার ভাউট ভবনের তার এসি করা ভবনে সমাপ্ত করে। এই ভাউট ভবনে বসে বর্তমানে উক্ত সেলিম ভূঁইয়া তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীকে লাখ লাখ টাকা দিয়ে বেকায়দায় করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া সারাদেশের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। কোন টাকা ছাড়া শিক্ষকদের পেনশনের টাকা উঠানোর ফরমে তিনি সই করেন না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সেলিম ভূঁইয়ার পিতা মরহুম বাচ্চু ভূঁইয়া মেঘনা উপজেলায় এক সময় চুরি করত। সিঁদ কেটে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় তার পিতার ডান হাতের তিন নম্বর আঙ্গুলটি এলাকার লোকজন কেটে দেয়। অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার আপন ভগ্নিপতি মেঘনা উপজেলার সাবেক বিএনপি'র সভাপতি আক্কাস উদ্দিন মাস্টার সম্পূর্ণ অবৈধভাবে মানিকারচর এসএস উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও মানিকারচর সাহেরা লতিফ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। একই ব্যক্তি দুই স্কুল থেকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার ক্ষমতার দাপটে জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের শাসনামলে বেতন উত্তোলন করেছে অথচ এই সময়ে তিনি অর্থাৎ ৫ বছরে স্কুলে উপস্থিত না থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন। আক্কাস উদ্দিন মাস্টার তার মেয়ের জামাইকে গ্রাম সরকার প্রধান করতে গিয়ে এলাকাবাসী কর্তৃক গণধোলাইয়ের শিকার হয়ে পার্শ্ববর্তী সোনারগাঁও থানার সরকারী হাসপাতালে ১০ দিন ভর্তি ছিল। এই ঘটনায় এলাকার একজন আইনজীবী রতনকে একদিন হাজতবাস করায়। কাশীপুর দুটি ব্রীজের ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার কাজ নিম্নমানের মালামাল দিয়ে করায় সেতু দুটির কাজ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষমতার অপব্যবহার করে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া এই দুটি সেতুর ফাইনাল বিল পর্যন্ত উত্তোলন করার ব্যবস্থা করে। ঢাকা-মেঘনা মহাসড়কের দুই কিলোমিটার সড়কের সাব-কন্ট্রাক্ট কাজ আক্কাস উদ্দিন মাস্টার ঠিকাদারী পায়। সামান্য কিছু কাজ করে অর্ধেক বিল উত্তোলন করে নিয়ে আর এই মহাসড়কের কাজ শেষ করেনি। বর্তমানে অর্ধসমাপ্ত হিসেবে কাজটি পড়ে রয়েছে। এই দুই কিলোমিটার কাজের জন্য ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। আক্কাস উদ্দিন মাস্টার অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার বড় বোনকে বিবাহ করার কথা থাকলেও তাকে বিবাহ না করে ছোট বোন ফাতেমা বেগমকে বিবাহ করায় বড় বোন হাসি বেগম অভিমান করে দীর্ঘ ৫০ বছর হয়ে গেলেও আর বিবাহ পিঁড়িতে বসেননি? বর্তমানে এই হাসি বেগম মেঘনা উপজেলা সদরে একটি কেজি স্কুল পরিচালনা করছেন। দৈনিক ইনকিলাবে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পর আজ ১৯ জুলাই তার ভগ্নিপতি আক্কাস উদ্দিন মাস্টার এলাকা ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা আজ ১৯ জুলাই সারাদিনব্যাপী মানিকারচরসহ অন্যান্য এলাকায় সেলিম ভূঁইয়ার পরিবার-পরিজনদের অবৈধ সম্পদের খোঁজ নিতে এসে অবাক হয়েছে। রাতারাতি কিভাবে শত শত কোটি টাকার মালিক হওয়া সম্ভব। তদন্তকালে মেঘনা উপজেলায় অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার পরিবার-পরিজন বা তার সমর্থিত কাউকে খুঁজে পায়নি। যে কোন কাজ হাসিল করার জন্য অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার ভগ্নি-বোনদের ব্যবহার করে থাকেন। এলাকার জনগণ দৈনিক ইনকিলাব প্রতিনিধিকে বলেন, এই ঘটনাটি লিখতে পারেন না।